



ভালোবাসার পরিণাম

সাহিত্যিক উপস্থাপনায় আবেগঘন ও রোমান্টিক গল্প

৫৩ ৫৩ ৫৩

“আবেগ নিকটের বন্ধু, দূর পাল্লার ধ্বংসলীলা”

লেখক: লিয়াকত হোসেন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মালা ও স্বপনের গল্প

মূল ঘটনার ভাব ও বেদনাময় আবেগ অক্ষুণ্ণ রেখে ভাষা, গঠন, রোমান্টিকতা ও সাহিত্যরস আরও মসৃণভাবে সাজানো হয়েছে।



প্রেম যদি দায়িত্ব না শেখায়, তবে তার আলো খুব দ্রুত অন্ধকার হয়ে ওঠে।

প্রস্তাবনা: চাঁদ-তারা ও কাশফুলের সাক্ষী

ওই তো আকাশের সেই চাঁদ, সেই নীরব তারা—যারা একদিন গভীর রজনীর বুক জুড়ে আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল। ওই তো সেই নীলিমা, যে এক বিকেলে আবিরের সোনালি আভায় রঙধনুর সাত রঙ মেখে নিয়েছিল। আর ওই যে নদীপাড়ের কাশফুল—এলোমেলো বাতাসে মাথা নেড়ে যেন ডাকছিল এক নিষ্পাপ কিশোরীকে।

শ্রাবণের পড়ন্ত বিকেল। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটি প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। তার চোখে ছিল বিষয়, মুখে ছিল মাটির গন্ধমাখা সরলতা, আর বকের ভেতর ছিল অজস্র না-বলা স্বপ্ন। সেই মেয়েটির নাম মালা। তার জীবন ছিল দুঃখের তিমিরে পোড়া, তবু তার অন্তরে জ্বলছিল শিক্ষার আলো—নিজের পায়ে দাঁড়ানোর এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

মালার জীবনকথা লিখতে গেলে হয়তো এক দীর্ঘ মহাকাব্য হয়ে যাবো। তাই সব নয়—তার জীবনের ক্লান্ত লগ্নের, তার প্রেমের, তার ভাঙনের এবং তার নীরব প্রতিবাদের কিছু কথা এখানে সাজিয়ে বলা হলো। কারণ কিছু গল্প কেবল গল্প নয়; কিছু গল্প মানুষের বিবেকের দরজায় নীরবে কড়া নাড়ে।



এক. স্বপ্নের দিকে হাঁটা একটি মেয়ে

গ্রামবাংলার সহজ-সরল, দরিদ্র এক পরিবারে জন্ম মালারা সংসারে অভাব ছিল, অনটন ছিল, ছিল বাবা-মায়ের অশিক্ষার অন্ধকারও। কিন্তু মালার ভেতর ছিল এক আশ্চর্য আলো। সে বিশ্বাস করত—শিক্ষাই তাকে একদিন নিজের পায়ের নিচে শক্ত মাটি দেবো।

প্রথমে বাবা-মায়ের অজান্তেই সে স্কুলে যাওয়া শুরু করে। পথ ছিল দীর্ঘ, ক্লান্তিকর; কিন্তু মন ছিল দৃঢ়। প্রখর সূতিশক্তি আর মেধার জোরে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে সে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায়। গ্রামে যখন মালার সাফল্যের কথা ছড়িয়ে পড়ল, তখন তার বাবা-মাও ধীরে ধীরে বুঝলেন—এই মেয়ের চোখে শুধু স্বপ্ন নেই, স্বপ্ন পূরণের শক্তিও আছে।

চেহারা, ব্যবহারে, পড়াশোনায়—মালা যেন নিজেকে আলাদা করে তুলেছিল। কেউ তাকে দরিদ্র ঘরের মেয়ে বলে চিনতে পারত না; বরং তার আত্মমর্যাদা, সৌন্দর্য আর সরল ব্যক্তিত্ব অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কিন্তু মালা ছিল মাটির মতো নম্র, আর পাথরের মতো স্থিরা। সহজে কারও প্রশংসায় গলে যাওয়ার মেয়ে সে নয়।

দুই. স্বপ্নের আগমন

একদিন সত্যিই স্বপ্ন নামের এক তরুণের চোখ এসে থেমে গেল মালার দিকে। স্বপ্ন ছিল বাবা-মায়ের আদরের একমাত্র ছেলে; সদ্য এইচএসসি পাস করেছে। বয়সে তরুণ, চেহারা সুদর্শন, কথায় ভদ্রতা—তবু মালার কাছে প্রথম দিনের প্রস্তাব কোনো গুরুত্বই পেল না।

মালা তাকে বড় ভাইয়ের মতোই সম্মান করত। স্বপ্ন একদিন একটি নীল খাম এগিয়ে দিয়েছিল; মালা তা গ্রহণ করেনি। সেই নীল খামের ভাঁজে হয়তো ছিল অস্থির হৃদয়ের কথা, কিন্তু মালার হৃদয় তখনও পড়াশোনার পথে নিবিষ্ট।



তবু মানুষ যতই নিজেকে কঠিন করে রাখুক, কারও আন্তরিক আচরণ কখনো কখনো মনে নরম ছায়া ফেলো। স্বপনের বিনয়, তার অপেক্ষা, তার অপ্রকাশিত ব্যাকুলতা—দিনে দিনে মালার ভাবনাকে স্পর্শ করতে লাগল। সে নিজেও বুঝতে পারল না, কখন একটি নাম তার মনের দরজায় এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে গেছে।

তিন. পড়ার টেবিল থেকে হৃদয়ের পাঠ

মালার টেস্ট পরীক্ষার আর মাত্র দুই মাস বাকি। পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে স্কুলে যাওয়া, প্রাইভেট পড়া—সব মিলিয়ে তার জন্য সময় ও শরীর দুটোই ক্লান্ত হয়ে উঠছিল। একদিন সে সংকোচ ছাড়াই স্বপনকে বিষয়টি জানাল।

স্বপনের মনে যেন হঠাৎ আশার একটি আলো জ্বলে উঠল। সে বলল, ‘তুমি চাইলে এই দুমাস আমি তোমাকে পড়াতে পারি। আমার কলেজও এখন বন্ধ।’ মালা রাজি হলো। পরদিন থেকেই সে স্বপনের কাছে পড়তে যেতে লাগল।

কিন্তু পড়ার টেবিল কখন যে ধীরে ধীরে হৃদয়ের পাঠশালায় রূপ নিল, কেউ টের পেল না। স্বপন বুঝত—মালা তাকে বিশ্বাস করে এসেছে, এখন সে তার ছাত্রীও। তাই বিবেক বারবার তাকে থামাত। অথচ অদম্য আবেগ তার ভেতরে তরঙ্গ তুলত। কিছু কথা আছে, না বললে বুকের ভেতর নদী হয়ে বাজে; স্বপনের সেই নদীও একদিন বাঁধ মানল না।

চার. বলা না-বলা কথার কম্পন

এক বিকেলে মালা পড়তে আসতেই স্বপন বলল, ‘মালা, আজ তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। শুনবে?’

মালা মৃদু হেসে বলল, ‘কেন শুনব না? রোজই তো আপনার কথা শুনি। আজ আবার এমন কী কথা যে আগে অনুমতি নিতে হচ্ছে?’ হাসির সেই মুহূর্তে তার ঠোঁটের কোণে যেন কাশফুলের নরম আলো ফুটে উঠল।

স্বপনের সাজানো কথাগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। সে বলল, ‘আজ নয়, কাল বলব।’ কিন্তু মালার নীরবতা যেন বুঝিয়ে দিল—সে কথাটির অপেক্ষায় থাকবে।

পরদিন মালা এসেই জানতে চাইল সেই না-বলা কথাটি। স্বপন তার চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, ‘মালা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। খুব গভীরভাবে ভালোবাসি।’

মালা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেল না। বুকের ভেতর কাঁপন উঠল, কিন্তু মুখে কোনো শব্দ এল না। সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে এসে সে বুঝল—রাগ নয়, ভয় নয়; তার ভেতর অন্য এক অনুভূতি জন্ম নিচ্ছে।



পাঁচ. প্রথম ভালোবাসার নীল খাম

রাতের অর্ধেক কেটে গেল স্বপনের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে। মালা বুঝল, বরফ যত কঠিনই হোক, সূর্যের স্পর্শে একদিন গলতেই হয়। মেয়েদের মন কখনো পাথর, কখনো আবার ভালোবাসার পূজারী—মালাও তার ব্যতিক্রম নয়।

পরদিন লজ্জায় গাল দুটি লাল করে সে স্বপনের ঘরে ঢুকল। স্বপন ভেবেছিল মালা হয়তো তার কথায় কষ্ট পেয়েছে। সে মাথা নিচু করে বলল, ‘যদি তোমার কষ্ট হয়ে থাকে, আমাকে ক্ষমা করে দিও। তুমি না চাইলে আর কখনো তোমাকে বিরক্ত করব না।’

মালা তখন স্বপনের হাত দুটো আলতো করে ধরল। তার কণ্ঠ কাঁপছিল, অথচ কথাগুলো ছিল স্পষ্ট—‘স্বপন, আমিও তোমাকে ভালোবাসি।’



সেই মুহূর্তে ঘরের নিস্তরতা যেন ফুলের গন্ধে ভরে উঠল। দুজনের চোখে চোখ পড়ল, তারপর আবার নেমে গেল লজ্জা। কোনো বড় শপথ ছিল না, কোনো আড়ম্বর ছিল না; ছিল শুধু দুটি কাঁচা হৃদয়ের বিশ্বাস, আর প্রথম ভালোবাসার নির্মল কম্পন।

এরপর মালার মনের জানালার চারপাশে ভালোবাসার প্রজাপতি রঙিন পাখা মেলে উড়তে লাগল। সে নীল খামের ভাঁজে ভাঁজে লিখে ফেলল প্রথম ভালোবাসার অনুভূতি। অক্ষরগুলো ছিল কিশোরী হৃদয়ের কাঁপা-কাঁপা স্বীকারোক্তি—সেখানে ছিল অপেক্ষা, লজ্জা, আনন্দ, ভয় আর এক অদ্ভুত মধুর অস্থিরতা।

হয়. ফুল, বৃষ্টি ও আবেগের অন্ধকার

পরদিন মালা স্বপনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হাতে একটি ফুল। স্বপন ফুলটি গ্রহণ করতেই মালার চোখে এমন এক আলো দেখা দিল, যেন সে নিজের হৃদয়েরই একটি পাপড়ি তুলে দিয়েছে। স্বপন সেই ফুলকে শুধু ফুল হিসেবে নেয়নি; নিয়েছিল মালার প্রথম প্রেমের নীরব প্রতীক হিসেবে।

ধীরে ধীরে তারা এক সুতোয় গাঁথা দুটি মনে পরিণত হলো। সময়মতো দেখা না হলে অস্থিরতা বাড়ত, কথা না বললে দিন অসম্পূর্ণ মনে হতো। মালা বুঝল—সঙ্গহীন জীবন সত্যিই কখনো কখনো হতাশার কাফন জড়ানো জীবন্ত লাশের মতো।

কিন্তু ভালোবাসা যার হৃদয়দুয়ারে ঊকি দেয়, তার মন আর সহজে পড়ার টেবিলে বসে থাকে না। মালার টেস্ট পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হলো না। শিক্ষকরা তাকে সাবধান করলেন—সামনে এসএসসি পরীক্ষা। মালা চেষ্টা করল, কিন্তু মন বারবার স্বপনের কাছে উড়ে গেল।

এক সন্ধ্যায় কাজের অজুহাতে মালা স্বপনদের বাড়িতে এল। হঠাৎ কালো মেঘে আকাশ ঢেকে গেল, প্রবল বৃষ্টি শুরু হলো। মেঘের গর্জনে ভয়ে মালা স্বপনের কাছে আশ্রয় নিল। স্বপন তাকে সাহস দিল, কিন্তু সেই বৃষ্টির রাত, সেই হৃদয়ের অস্থিরতা, সেই একান্ত নির্জনতা—সব মিলিয়ে আবেগ তাদের বিবেককে ঝাপসা করে দিল।

ভালোবাসার মুহূর্ত যদি দায়িত্বের আলোয় না দাঁড়ায়, তবে সেই মুহূর্তই কখনো কখনো জীবনের দীর্ঘতম অন্ধকার হয়ে ফিরে আসে। সেদিনও হয়তো তারা বুঝতে পারেনি—আবেগ নিকটের বন্ধু হলেও দূরপাল্লার পথে সে অনেক সময় ধ্বংসের বার্তা বয়ে আনে।

সাত. সমাজের চোখ, পরিবারের সিদ্ধান্ত

কথা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না। এক কান থেকে দুই কান, দুই কান থেকে চারদিকে—স্বপনের ঘরে মালার অবস্থানের খবর গ্রামজুড়ে ফিসফাস হয়ে উঠল। যারা এতদিন অপেক্ষা করছিল মালার বাবার মুখে চুনকালি দেওয়ার সুযোগের, তারা যেন এবার সুযোগ পেয়ে গেল।

অপমান, কটুক্তি আর কানাকানিতে যখন চারপাশ ভারী হয়ে উঠল, মালার বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন—মেয়েকে দ্রুত বিয়ে দেবেন। খবরটি মালার কাছেও পৌঁছল। কিন্তু মালা জানত, তার হৃদয় তো ইতিমধ্যে স্বপনের কাছে অর্পিত। সে মাকে সব খুলে বলল।

মালার মা মেয়ের কষ্ট দেখে ছুটে গেলেন স্বপনের বাবা-মায়ের কাছে। কিন্তু সেখান থেকে তিনি ফিরলেন অপমানের ভার বুক নিয়ে। স্বপনের পরিবার এই সম্পর্ক মানতে রাজি হলো না।

সেদিন থেকে মালার পড়াশোনা প্রায় বন্ধ। স্বপনের সঙ্গে দেখা নেই প্রায় দুই সপ্তাহ। সে চিঠিতে সব জানাল। স্বপন বিয়ের কথা শুনে চমকে উঠল, কিন্তু সত্যিকারের প্রেমের পরিণতি যে দায়িত্বের মাধ্যমে সম্মান পায়—সে কথা সে যেন কখনো ভেবেই দেখেনি।



আট. শেষ দেখা, ভেঙে যাওয়া বিশ্বাস

মালার বাবার পছন্দের পাত্রের সঙ্গে বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক হয়ে গেল। অথচ মালার পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করল না। সে যেন নিজের জীবনেই পরবাসী হয়ে গেল। স্বপনের সঙ্গে শেষবার দেখা করার জন্য এক রাতের অন্ধকারে সে তার বাড়িতে গেল, কিন্তু স্বপনকে পেল না।

জানতে পারল, স্বপনকে দূরের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিয়ের আর মাত্র একদিন বাকি। এক বান্ধবীর সাহায্যে মালা শেষবারের মতো স্বপনের দেখা পেল।

কিন্তু স্বপন তাকে দেখে না-চেনার ভান করল। যে চোখে একদিন ভালোবাসার আলো ছিল, আজ সেখানে ছিল ভয়ের কুয়াশা, দায় এড়ানোর কঠিন মুখোশ। মালা বারবার অনুরোধ করল—‘আমার কথা একবার শুনো’

স্বপন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তখন মালা কাঁপা কণ্ঠে জানাল—তার ভেতরে স্বপনেরই একটি অনাগত জীবন স্পন্দিত হচ্ছে। সে বলল, ‘তুমি যদি তাকে স্বীকৃতি না দাও, আমি আর বাঁচতে পারব না। আমি কাউকে ঠকিয়ে অন্য ঘরে যেতে পারব না।’

কিন্তু মালার শত মিনতিও স্বপন নামের পাথর হৃদয়কে গলাতে পারল না। সে মালাকে ফিরিয়ে দিল। এক বুক অপমান, ভয় আর অসহায়তা নিয়ে মালা ফিরে এল নিজের বাড়িতে।

নয়. কালো ভোরের আগে

মালা কাউকে আর কিছু বলল না। কারণ সে ভাবল—সব জানাজানি হলে বাবা-মা সমাজে মুখ দেখাতে পারবেন না। যার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে, সেই নিরপরাধ মানুষটির জীবনেও কলঙ্কের দাগ পড়বে। নিজেকে সে চারদিক থেকে বন্ধ দরজার ভেতর আটকা দেখতে পেল।

সে বুঝল, এই পাথর-হৃদয়ের পৃথিবীতে তার ভালোবাসা, তার বিশ্বাস, তার স্বপ্ন—সবকিছু যেন একে একে ভেঙে গেছে। স্বপন তার প্রেমের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, কিন্তু মালা নিজেকে প্রতারক বানাতে চাইল না।

বিয়েবাড়িতে তখন বরষাঘরী এসেছে। কেউ আপ্যায়নে ব্যস্ত, কেউ গহনা গোছাচ্ছে, কেউ ভোরের বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাত গাঢ় হলে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু মালার চোখে ঘুম ছিল না; তার ভেতরে চলছিল এক প্রচণ্ড ঝড়।

ভোর হওয়ার আগেই বাড়িতে হঠাৎ অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে—মালাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। এ বাড়ি, ও বাড়ি, উঠোন, পুকুরপাড়—সব জায়গায় খোঁজ চলল। তারপর এক অন্ধকার ভোরে গ্রামবাসী স্তব্ধ হয়ে বুঝল—ভালোবাসার নিষ্ঠুর প্রতিদানে আঘাতপ্রাপ্ত মালা এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে।

এই বিদায় কোনো মহিমা নয়, কোনো সমাধান নয়; এ ছিল এক অসহায় কিশোরী হৃদয়ের ভয়াবহ পরাজয়, সমাজের নীরব নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এক বেদনাময় প্রশ্ন। মালার জীবন যেন বলে গেল—ভালোবাসা যদি দায়িত্ব না শেখায়, তবে তা কেবল ধ্বংস ডেকে আনে।

দশ. ভালোবাসার পরিণাম

মালার গল্প শেষ হলেও প্রশ্ন শেষ হলো না। যে স্বপন একদিন প্রেমের নামে ফুল নিয়েছিল, নীল খামে ভালোবাসা পড়েছিল, সেই স্বপনই দায়িত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাথর হয়ে গেল। প্রেম তখন আর প্রেম থাকল না; হয়ে গেল প্রতারণা।



ভালোবাসা এক বিন্দু শিশির নয়, যে সামান্য বাতাসে শুকিয়ে যাবো। ভালোবাসা আকাশের উদারতা, সাগরের গভীরতা, মানুষের প্রতি মানুষের সর্বোচ্চ দায়বোধ। সেখানে কেবল আবেগ থাকলে চলে না; থাকতে হয় সম্মান, সাহস, দায়িত্ব এবং সত্যের পাশে দাঁড়ানোর শক্তি।

মালা তার কিশোরী হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিল। তার ভালোবাসায় ছিল আকাশের মতো বিস্তার, নদীর মতো স্বচ্ছতা, আর ফুলের মতো কোমলতা। কিন্তু সেই ভালোবাসার বিনিময়ে সে পেয়েছিল সামাজিক অপমান, পারিবারিক চাপ, এবং প্রিয় মানুষের নির্দয় অস্বীকার।

এই গল্প তাই কেবল মালা ও স্বপনের নয়; এটি প্রতিটি হৃদয়ের জন্য সতর্কবার্তা। যারা ভালোবাসার নামে বিশ্বাস ভাঙে, তাদের কপালে ইতিহাস কালির দাগ এঁকে রাখে। আর যারা আবেগের ঘোরে জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়, তাদের গল্প আমাদের শেখায়—জীবনকে ভালোবাসার চেয়েও বড় করে দেখতে শিখতে হবে।

ভালোবাসার পরিণাম যেন কখনো মালার মতো না হয়। ভালোবাসা যেন হয় আশ্রয়, ধ্বংস নয়; আলো, অন্ধকার নয়; দায়িত্বের হাত, পালিয়ে যাওয়ার পথ নয়। কারণ সত্যিকারের ভালোবাসা কাউকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় না—সে মানুষকে বাঁচতে শেখায়।

❦ ❦ ❦

— সমাপ্ত —